Index (Part-B)

Sl. No	Name of the Contents	Page
	Chapter 01: Translations	
01	Translation: General Introduction	01
02	The Rules of Translation (English to Bangla)	04
03	The Rules of Translation (Bangla to English)	05
04	Previous Years' BCS Written Question	15
05	Model Translation (English to Bangla)	27
06	Model Translation (Bangla to English)	47
07	Vocabulary	67
	Chapter 02: Essay Writing	
08	Essay Writing: General Introduction	71
09	Essay Writing: Guidelines	71
	Politics	
10	Global Cooperation in the 21st Century: Institutions, Challenges, and Achievements	74
11	Democracy and Human Rights: An Inextricable Bond	76
12	Rohingya and Refugee Crisis	78
	National Affairs	
13	Educational Reforms for Human Capital Development in Bangladesh	82
14	Moral Degradation Among Youth: Bangladesh Perspective	85
15	What I Aspire to Accomplish as a Civil Servant in Bangladesh	86
16	Bangladesh's LDC Graduation 2026	88
17	Food Security in Bangladesh	91
18	Good Governance in Bangladesh	93
19	Sustainable Development Goals in Bangladesh	99
20	Women Empowerment in Bangladesh	101
21	Communal Harmony in Bangladesh	103
22	Future Prospects of the Tourism Sector in Bangladesh	105
	Environment	
23	Carbon Trading: Prospects and Criticism	108
24	Worldwide Air Pollution	111
25	Climate Refugees: A Growing Crisis of Displacement and Injustice	114
26	Prospects of Renewable Energy in Bangladesh	116
	Literature	
27	Nationalism, Literature and Cultural Identity	119
	Economics	
28	Microfinancing	121
29	Protectionism and Trade Wars	124
30	Bangladesh in the Face of Global Economic Challenges	128
31	Embracing Artificial Intelligence: Bangladesh's Journey Towards Innovation and Growth	132
32	RMG and Economic Development of Bangladesh	134
33	Fourth Industrial Revolution	136
34	The Role of Remittance in the Economy of Bangladesh	139
35	Blue Economy and Bangladesh	142
36	Youth, Innovation and Entrepreneurship: Building Bangladesh's Future Economy	145
	Modern world	
37	Artificial Intelligence: Prospects and Challenges	147
38	Populism in the 21st Century: Origins, Features, and Challenges	149
39	Social Media and Teenage Depression	153

BCS Written Syllabus: English (Compulsory)

Subject Code: 003

Part – B

Marks - 100

Candidates will be required to compose an essay on a topic related to an issue of topical relevance. The essay must conform to the word limit set and must convey a candidate's ability to express his or her ideas clearly and correctly in English as well as reflect and analyze a topic of contemporary interest. (50 marks)

Translation from English into Bangla and Bangla into English

Candidates will be required to translate a short passage from Bangla into English and another from English into Bangla. (25+25=50 marks)

Model Translation
(Bangla to English)

Politics

01

সাধারণভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অসুবিধাজনক অবস্থা বা পরিস্থিতিকেই সামাজিক সমস্যা বলে। সামাজিক সমস্যা সাময়িক সময়ের জন্য সৃষ্টি হয় না। এটি কমবেশি স্থায়ী হয় এবং এর সমাধানের লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সুতরাং সামাজিক সমস্যা হলো সমাজ জীবনের এমন এক অবস্থা, যা সমাজবাসীর বৃহৎ অংশকে প্রভাবিত করে, যা অবাঞ্ছিত এবং এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য সমাজবাসী ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে উদ্যোগী হয়। সামাজিক বৈষম্য এবং বিশৃঙ্খলা হতে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমাজের প্রচলিত আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রমই সামাজিক বিশৃঙ্খলা। সামাজিক বিশৃঙ্খলা তখনই দেখা দিবে যখন ব্যক্তির উপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব হ্রাস পাবে। সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন মানুষের নৈতিক অবনতি শুরু হয়। নৈতিক অবনতি ব্যাপক আকার ধারণ করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন শুরু হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। এসব পরিস্থিতিতে সমাজে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো- অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, অপহরণ, আত্মহত্যা, নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, ঘুষ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি, যৌন আচরণ, যৌনব্যাধির প্রাদুর্ভাব, স্বেচ্ছাচার, শিশুশ্রম, শিশুদের প্রতি অবহেলা, হত্যা প্রভৃতি।

Translation: In general, a social problem refers to a condition or situation that is harmful and inconvenient for society. A social problem does not arise only for a temporary period; it is more or less enduring, and the need for collective initiative is felt in order to resolve it. Therefore, a social problem is a condition of social life that affects a large section of the members of society, is undesirable, and for whose remedy and prevention the members of society undertake united efforts. Social problems arise from social inequality and disorder. Social disorder is the deviation from the control exercised by the prevailing customs, conduct, norms, and traditions of society. Social disorder emerges when the influence of social norms upon the individual declines. When social norms fail to regulate individual behavior, moral deterioration begins. When moral deterioration assumes a widespread form, the breakdown of social institutions begins. As a result of the breakdown of social institutions, social disorder and anarchy appear. Under such circumstances, various types of social problems begin to arise in society. Notable signs of social disorder and anarchy include: crime, juvenile delinquency, drug addiction, abduction, suicide, violence against women, divorce, deterioration of law and order, bribery, snatching, terrorism, highway robbery, extortion, nepotism, sexual misconduct, the outbreak of sexually transmitted diseases, arbitrariness, child labor, neglect of children, murder, and so forth.

02

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতার মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর, বাংলাদেশে দ্রুত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে পড়ে। শুরুর বছরগুলোতে সংসদীয় গণতন্ত্র ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা স্বৈরশাসন, সামরিক অভ্যুত্থান এবং গণতান্ত্রিক শাসনের বিরতিতে পরিণত হয়। ক্ষমতার পালাবদল প্রধান দলগুলোর মধ্যে ঘটে, যা প্রায়শই ভোট কারচুপি, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং রাস্তায় বিক্ষোভের মতো ঘটনা দিয়ে চিহ্নিত হয়। রাজনৈতিক বর্জন, হরতাল এবং সংঘর্ষ দেশকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে এবং উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। ২০২৪ সালের আগস্টে সাম্প্রতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের পর, জনগণ একটি নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আশা করছে, যা সকল দলের পারস্পরিক সম্মান ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত । বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ দ্বারা ব্যাহত হয়েছে, যা তার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ইতিহাসে গভীরভাবে প্রোথিত। ভোট কারচুপি ও নির্বাচনী দুর্নীতির অভিযোগ জনগণের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা নষ্ট করে। বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন এবং গণমাধ্যমসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক চাপের মুখোমুখি হয়, যা তাদের স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ফেলে। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা প্রায়শই প্রশ্নবিদ্ধ হয়, এবং নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, যা গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়, যেখানে সাংবাদিকদের কখনও কখনও সেন্সর বা ভীতি প্রদর্শন করা হয়, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই চ্যালেঞ্জগুলো সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে, যার ফলে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়তে সংস্কার অপরিহার্য।

Translation: Bangladesh's democratic journey began through independence from Pakistan. After the Liberation War in 1971, political instability quickly spread in Bangladesh. In the early years, there was a parliamentary democracy, but political unrest turned into autocratic rule, military coups, and interruptions of democratic governance. Changes of power occurred among the major parties, and these were often marked by incidents such as vote rigging, political violence, and street protests. Political exclusion, hartals, and clashes further destabilized the country, weakened democratic institutions, and obstructed development. After the recent change of power in August 2024, the people are hoping for a new democratic system established on the basis of mutual respect and recognition among all parties. Bangladesh's democratic journey has been disrupted by major challenges that are deeply rooted in its political culture and history. Allegations of vote rigging and electoral corruption undermine public confidence in the democratic process. Key institutions, including the judiciary, the Election Commission, and the media, face political pressure that threatens their independence. The neutrality of the judiciary is often questioned, and the Election Commission has failed to conduct free and fair elections without political interference. Media freedom, which is crucial for democracy, faces constraints, where journalists are sometimes censored or intimidated, which obstructs transparency and accountability. Collectively, these challenges have hindered Bangladesh's democratic development; therefore, reforms are essential to build a more inclusive and stable political environment.

03

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। অন্যকথায় আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। সবার উপরে আইন- এর অর্থ আইনের প্রাধান্য। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান-এর অর্থ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ -লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করে। আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এবং জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে। আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। আইন না থাকলে সমাজে অনাচার অরাজকতা সৃষ্টি হয়। আইনের শাসন অনুপস্থিত থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক মূল্যবোধ, সাম্য কিছুই থাকে না। সাম্য, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন অত্যাবশ্যক। আইনের শাসনের দ্বারা শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে এবং রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অভাবে অবিশ্বাস, আন্দোলন ও বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। আর বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও হানাহানি সমাজের শক্ত ভিতকে দুর্বল করে তুলে। সমাজে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বলের ভেদাভেদ প্রকট আকার ধারণ করে। সুতরাং সামাজিক সাম্য, নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ ও স্থিতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। আইনের শাসন একটি সভ্য সমাজের মানদণ্ড।

Translation: The rule of law means that no one is above the law; everyone is subject to it. In other words, everyone is equal in the eyes of the law. The opportunity for all citizens to enjoy equal rights under the law is called the rule of law. "Law is above all" means the supremacy of law. "All are equal before the law" means that regardless of race, religion, caste, gender, or profession, everyone receives equal protection of the law. As a result, both the rich and the poor, the strong and the weak, enjoy equal rights. Where the supremacy of the rule of law prevails, the government refrains from abusing power, and citizens obey the provisions of law. The importance of the rule of law is immense. In the absence of law, anarchy and disorder arise in society. Without the rule of law, there is no civic freedom, democracy, social values, or equality. The rule of law is essential for establishing equality, freedom, and fundamental rights. Through the rule of law, a harmonious relationship is created between the rulers and the ruled. The government attains stability, and peace is established in the state. In its absence, mistrust, movements, and revolutions become inevitable. Disorder, unrest, and conflict weaken the strong foundation of society. The divide between rich and poor, strong and weak, becomes more pronounced. Therefore, the rule of law is indispensable for social equality, citizens' rights, a democratic society, and a stable state system. The rule of law is the hallmark of a civilized society.

04

যে সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে। এতে মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা থাকে। সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন ও তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রীগণ সাধারণত আইন পরিষদ বা সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হন। তাই এ সরকারকে বলা হয় সংসদীয় বা পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার। বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার রয়েছে। এ ধরনের সরকারে একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা হয় প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কার্যত কিছু করেন না। সংসদীয় সরকারে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এছাড়া মন্ত্রিসভার কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সংসদ অনাস্থা আনলে তাকে পদত্যাগ করতে হয়। এ ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নিযুক্ত করায় একই ব্যক্তির হাতে আইন ও শাসন ক্ষমতা থাকে।

Translation: A system of government in which the relationship between the executive and the legislature is very close and in which the stability and effectiveness of the executive depend on the legislature is called a cabinet government or parliamentary system of government. In this system, governing power rests in the hands of the cabinet of ministers. The party that wins a majority of seats in the general election forms the cabinet. The person enjoying the confidence of the party becomes the Prime Minister. He appoints other ministers from among the important members of the party and allocates portfolios among them. Ministers are generally chosen from among the members of the legislature or parliament; therefore, this system is called a parliamentary form of government. Bangladesh, India, the United Kingdom, Canada, Sweden, and Australia have parliamentary systems of government. In this type of system, there is a constitutional head of state, but the cabinet led by the Prime Minister holds the real executive authority. In this arrangement, the Prime Minister is the most powerful figure. The President does not practically take any action without the advice of the Prime Minister. In a parliamentary government, the legislature is sovereign. The cabinet, including the Prime Minister, is collectively responsible to the legislature for its actions. If the cabinet loses the confidence of the parliament, it must resign. Moreover, if the parliament brings a vote of no confidence against any minister, that minister must step down. Since ministers are appointed from among members of parliament, the same individuals exercise both legislative and executive powers in this system.

05

গাজায় ইসরায়েলের মর্মান্তিক যুদ্ধ ও অপরাধমূলক একের পর এক নীতির দীর্ঘ পরিণতি আত্মঘাতী প্রমাণিত হতে পারে। একইসাথে এটি বর্তমানের যে শক্তিশালী 'ইহুদি রাষ্ট্র', ভবিষ্যতে তার পতন ঘটাতে পারে। আত্মরক্ষার অজুহাতে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরায়েলের পক্ষ থেকে যে ইচ্ছাকৃত গণহত্যা চালানো হচ্ছে সেটি দেশটির বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করবে না। বরং এটি আরও বড় পর্যায়ে নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করবে। তেল আবিবকে আরও বিচ্ছিন্ন করবে এবং সংকটময় অঞ্চলটিতে দীর্ঘমেয়াদী টিকে থাকার সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ন করবে। প্রকৃতপক্ষে, আমি কখনই ভাবিনি যে, ইসরায়েল নিজেদের ঔপনিবেশিক মানসিকতার শাসনকে বাদ দিয়ে এবং স্বাভাবিক রাষ্ট্রের যে আচরণ সেটিকে গ্রহণ না করে মধ্যপ্রাচ্যে খুব ভালো একটা ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারবে। ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে অল্প সময়ের জন্য মনে হয়েছিল, ইসরাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা স্বাভাবিক আচরণে ফিরে আসতে চাইছে। তৎকালীন সময়ে এটি এই অঞ্চলের ফিলিস্তিনি ও আরব রাষ্ট্রগুলিকে একটি শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে প্রভাবিত করেছিল। এতে করে মার্কিন মধ্যস্থতায় একটা পারস্পরিক সহাবস্থানের সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতির সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ইসরায়েল নিজেদের ঔপনিবেশিক প্রকৃতির আচরণ থেকে প্রকৃতপক্ষে সরে আসতে পারেনি। এটি তার দখলদারিত্বের অবসান ঘটাতে এবং প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিতে বসবাস করার অসংখ্য সুযোগ নষ্ট করেছে। এক্ষেত্রে ইসরায়েলি কূটনীতিক আব্বা ইবানের কুখ্যাত সেই মন্তব্যের কথা স্মরণ করা যায়, "ইসরাইল সুযোগ হাতছাড়া করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেনি।"

Translation: The long-term consequences of Israel's tragic war in Gaza and its successive criminal policies may ultimately prove self-destructive. At the same time, this could lead to the downfall of what is today regarded as a powerful "Jewish state." The deliberate genocide being carried out by Israel against the Palestinian people in the name of self-defense will not secure the country's present or future security. Rather, it will create a broader climate of insecurity and instability, further isolate Tel Aviv, and undermine its prospects of long-term survival in this crisis-ridden region. In reality, I never believed that Israel could build a sound future in the Middle East without abandoning its colonial mindset and adopting the conduct of a normal state. For a brief period in the early 1990s, it seemed that Israel, despite its dependence on the United States, was attempting to return to a somewhat normal course of behavior. At that time, it influenced the Palestinians and Arab states of the region to participate in a peace process. This created the possibility of a mutually acceptable framework for coexistence under U.S. mediation. However, Israel could not genuinely depart from its colonial character. It wasted numerous opportunities to end its occupation and live peacefully with its neighbors. In this context, one may recall the notorious remark of Israeli diplomat Abba Eban: "Israel has never missed an opportunity to miss an opportunity."

National Affairs

06

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়; জন্ম নেয় ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ অংশের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। অপর অংশটি পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। শুরু থেকেই পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। পূর্ববাংলার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের করায়ত্ত করতে শুরু করে এবং বৈষম্য সৃষ্টি করে। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রতিবাদ ও আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলে। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বাংলাভাষী বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার চেতনা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রাম করে অর্থনৈতিক শোষণহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। বাংলা ভাষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়। এই জাতীয় ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এ বাঙালি জাতীয়তাবাদই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

Translation: In 1947, British rule in the Indian subcontinent came to an end, and two independent states named India and Pakistan were born. Pakistan gained independence on 14 August 1947, and India on 15 August of the same year. Pakistan consisted of two parts. As East Bengal was included as a province of Pakistan, this part came to be known as East Pakistan, while the other part became known as West Pakistan. From the very beginning, the governing power of Pakistan was concentrated in the hands of the wealthy elite of West Pakistan. The ruling group of Pakistan began to control the language, literature, culture, economy, politics, and social system of East Bengal and imposed discriminatory practices. In response, the people of East Bengal organized protests and movements. The Language Movement began with the demand that Bangla be recognized as one of the state languages of Pakistan. Through this movement, the Bengali-speaking population of East Bengal became united. Motivated by the spirit of preserving the dignity of their mother tongue, the people of East Bengal gradually waged movements and struggles against Pakistan's political discrimination and economic exploitation, thereby paving the way for the establishment of an exploitation-free and secular state of Bangladesh. National unity was formed on the basis of the Bengali language, history and heritage, culture, and ethnic identity. This national unity is Bengali nationalism. This Bengali nationalism inspired the people to build a secular Bangladesh. As a continuation of this process, our beloved independent and sovereign Bangladesh was achieved in 1971 through a nine-month-long armed Liberation War marked by bloodshed.

07

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশু শ্রম আছে। যে বয়সে একটি শিশু স্কুলে যাওয়া আসা করবে, সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করবে ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদের জীবিকার জন্য কাজ করতে হয়। বাংলাদেশে শিশু শ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো-অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ভরণ-পোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ যোগানো বাবা-মার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে তাদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় পিতা বা মাতা মনে করেন, সন্তান কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে আয় রোজগার করলে পরিবারের উপকার হবে। শিশুদের অল্প পারিশ্রমিকে দীর্ঘক্ষণ কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগ কর্তারাও তাদেরকে কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহী হয়। দরিদ্র পিতা-মাতা শিক্ষাকে একটি অলাভজনক কর্মকাণ্ড মনে করে। সন্তানদের ১৫-১৬ বছর ধরে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাওয়ার মতো ধৈর্য ও অর্থ তাদের থাকে না। শিশু শ্রমের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের উদাসীনতায় শিশু শ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরজীবনে গৃহস্থালি কাজে গৃহকর্মীর ওপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতাও শিশু শ্রমকে উৎসাহিত করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬-এ শিশু ও কিশোরদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে শিশুর ন্যূনতম বয়স ১৪ বছর এবং কিশোরের ন্যূনতম বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

Translation: Like many other countries in South Asia, child labor exists in Bangladesh. At an age when a child should be going to school and playing with peers, poor children have to work for their livelihood. The primary and main cause of child labor in Bangladesh is economic hardship. Poor families cannot afford to meet basic needs and bear the cost of their children's education. As a result, parents lose interest in sending their children to school. In such circumstances, parents think that if their child engages in some occupation and earns money, it will benefit the family. Employers are also encouraged to employ children because they can be made to work long hours for very low wages. Poor parents consider education an unprofitable activity. They neither have the patience nor the financial ability to continue bearing their children's educational expenses for 15–16 years. Child labor is increasing due to parents' indifference toward its harmful effects. Excessive dependence on domestic helpers in urban households is also encouraging child labor. The Constitution of Bangladesh recognizes the fundamental rights of all citizens, including children. In the section on the fundamental principles of state policy, the Constitution emphasizes compulsory primary education for children and special measures for the physically and mentally disabled. In defining children and adolescents in the Bangladesh Labour Act, 2006, the minimum age of a child has been fixed at 14 years, and the age of an adolescent has been defined as 14 to 18 years.

08

শিশুরা জাতির মূল্যবান সম্পদ। সুতরাং তাদের উন্নয়নের জন্য এবং সমসুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকে। কর্মক্ষম ও নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সমাজের প্রয়োজনে উপযুক্ত দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা অর্জন করতে পারে। বঞ্চিত ও অবহেলিত শিশু-কিশোররা সহজেই অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে। কাউকে পরোয়া না করা, বিচক্ষণতার অভাব, উদ্যম, শারীরিক শক্তি এবং টিকে থাকার ক্ষমতা, দুঃসাহসিক প্রকৃতি প্রভৃতি কারণে কিশোররা অপরাধ ও বিভিন্ন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পারিবারিক অভাব-অনটন, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং বাবা-মায়ের দায়িত্বহীন আচরণ ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে শহরের বস্তিতে বসবাসকারী কিশোররা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে বেশি জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া শহর জীবনের একাকিত্ব, বাবা-মায়ের কর্মব্যস্ততা, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবসহ নানা কারণে কিশোররা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়। গঠনমূলক পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি, পরিবার ও বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম, অপসংস্কৃতিরোধ প্রভৃতি পদক্ষেপের মাধ্যমে কিশোর অপরাধ মোকাবিলা করা যেতে পারে। আবার যেসব শিশু ও কিশোর ইতোমধ্যেই অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে তাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত, কিশোর হাজত, সংশোধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। সাধারণত সাত থেকে ষোলো বছর বয়সী শিশুরাই কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ শিশু আইন-১৯৭৪-ই কিশোর অপরাধ দমন ও বিচারের মূল আইন হিসেবে ধরা হয়।

Translation: Children are a valuable asset of the nation. Therefore, all necessary measures must be taken for their development and for ensuring equal opportunities so that they remain physically and mentally healthy, become morally enriched and capable, and acquire the appropriate skills and competencies required by society. Deprived and neglected children and adolescents easily become involved in the world of crime. Due to factors such as disregard for others, lack of prudence, high energy/drive, physical strength, survival instinct, and a daring nature, adolescents often engage in crimes and various violent conflicts. Because of family poverty, deprivation from educational opportunities, and irresponsible behavior and lack of control by parents, adolescents living in urban slums are more likely to be involved in criminal activities. In addition, factors such as the loneliness of urban life, parents' occupational busyness, and the influence of satellite culture also lead adolescents to engage in criminal behavior. Juvenile delinquency can be addressed through measures such as creating a constructive family environment, providing religious and moral education within families and schools, organizing recreational activities, and preventing harmful cultural influences. Furthermore, children and adolescents who have already become involved in crime can be brought back to the right path through juvenile courts, juvenile custody facilities, and correctional institutions aimed at reforming their character. Generally, children between the ages of seven and sixteen are considered juveniles. The Bangladesh Children Act, 1974 is regarded as the principal law for the control and trial of juvenile offences.

09

বাংলার কৃষক একসময়ে সূর্য ওঠা ভোরে লাঙ্গল কাঁধে ছুটত তার ফসলের জমিতে। তার ঘরে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য ছিল না, তবে অভাবও ছিল না। অভাব ছিল না আনন্দ-উৎসবের। বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকত। জারি, সারি, কীর্তন, যাত্রাপালা গানে জমে উঠত গ্রামবাংলার সন্ধ্যার আসর। কিন্তু, পনেরো শতকের শেষ দিকে ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের আগ্রাসী আগমন ধীরে ধীরে কেড়ে নিতে থাকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার কৃষকের মুখের হাসি, তাদের আনন্দ-উৎসব। এরই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ইংরেজ বণিকদের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্থান ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। প্রথমে তারা ধ্বংস করেছিল গ্রামবাংলার কুটির শিল্প, তারপর তাদের নজর পড়ে এদেশের উর্বর জমির ওপর। অতিরিক্ত অর্থের লোভে ভূমি রাজস্ব আদায়ে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলার কৃষক-সাধারণ মানুষ। এ কারণে বিদ্রোহ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না তাদের। এ বিদ্রোহের সময়কাল ছিল আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। পরবর্তী পর্যায়ে কৃষক আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয়। একই সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তার প্রভাব পড়ে এ সমাজের শিক্ষিত মহলে। ফলে, হিন্দু সমাজে যেমন শিল্প, সাহিত্যে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে, তেমনি উদ্ভব ঘটে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার। শুরু হয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি দূর করে হিন্দুধর্মের সংস্কার। মুসলমান শিক্ষিত সমাজেও সংস্কারের মাধ্যমে তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা চলে। মূলত আঠারো ও উনিশ শতক জুড়ে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিতে এক নতুন ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। এই পরিবর্তনের প্রথম সূচনা করে বাংলার কৃষক ও সাধারণ মানুষ।

Translation: Once, the farmer of Bengal would set out at sunrise in the early morning, plough on his shoulder, rushing to his cultivated land. His household did not have an abundance of food and clothing, yet it was not marked by deprivation either. Nor was there any lack of joy and festivals. Thirteen festivals in twelve months continued throughout the year. The evening gatherings of rural Bengal would come alive with songs such as jari, sari, kirtan, and jatra pala. However, toward the end of the fifteenth century, the aggressive arrival of European merchant communities gradually began to take away, irrespective of religion and caste, the smiles of Bengal's farmers and their joy and festivities. The ultimate outcome of this occurred through the rise and establishment of the English merchants as a political power. At first, they destroyed the cottage industries of rural Bengal; then their attention turned to the fertile lands of this country. Driven by greed for additional money, one experiment after another continued in the collection of land revenue. As a result, Bengal's farmers and ordinary people were harmed. For this reason, they had no alternative but to rebel. The period of this rebellion extended from the latter half of the eighteenth century to the latter half of the nineteenth century. In the subsequent phase, the peasant movement took on a wider form. At the same time, the influence of modern Western thought fell upon the educated section of this society. Consequently, just as a renaissance began in art and literature in Hindu society, so too did the practice of free thought and free intellect emerge. Reform of Hindu religion began by removing superstition and bigotry. In the educated Muslim society as well, efforts continued, through reform, to shape them into people educated in Western learning and suited to the times. Essentially, throughout the eighteenth and nineteenth centuries, a new current of thought emerged in the socio-economic and political life of this region. The first initiation of this change was made by the farmers and ordinary people of Bengal.

10

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জনসংখ্যার ঘনত্বের জন্য বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার পরিচিত একটি দেশ। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে বাংলাদেশে নিয়মিত যে দুর্যোগগুলো লক্ষ করা যায় তা হলো: বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, নদীভাঙন, পাহাড় কর্তনজনিত ভূমিধস ও অগ্নিকাণ্ড। বাংলাদেশে নগরে বসবাসকারী প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষ এসব প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় এখনো অপ্রস্তুত। দেশব্যাপী অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যেসব অনুষঙ্গ নিশ্চিত করা প্রয়োজন, শহরের অধিকাংশ ভবনেই সেগুলো অনুপস্থিত। ২০০৭ সালের বসুন্ধরা, ২০১০ সালের নিমতলী এবং ২০১৯ সালের চকবাজার ও বনানীর মতো ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডজনিত মৃত্যু প্রমাণ করে আধুনিক যুগেও এ ধরনের নগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের মানুষ কতটা পিছিয়ে। নগর দুর্যোগ হলো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে নগর এলাকায় আকস্মিক অথবা ধীরে ধীরে সংঘটিত ঘটনা; যা মানুষের আর্থসামাজিক, সম্পদ ও জীবনযাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ শহরে বসতি গড়ছে বা শহরমুখী হচ্ছে। ফলে বর্ধিত মানুষের নানা চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন শহরে কোনো ধরনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠছে বহুতল ভবন ও নানা ধরনের অপরিকল্পিত স্থাপনা। সম্প্রতি দেশের প্রধান শহরগুলোয় অগ্নিকাণ্ডজনিত দুর্যোগ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্ট এ অগ্নিকাণ্ডজনিত দুর্যোগ খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে যেকোনো স্থানের মানুষ, অবকাঠামো ও সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। বাংলাদেশে অগ্নিকাণ্ডের কারণে প্রতি বছর ৫০-৬০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয় (এফএসসিডি, ২০১৭)। বাংলাদেশের জাতীয় ইমারত নির্মাণ বিধিতে ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখাকে আইনি বাধ্যবাধকতায় আনা হয়েছে ২০০৬ সালে। ২০০৩ সালের অগ্নিকাণ্ড রোধ ও নির্বাপণ আইন অনুযায়ী আগুন থেকে সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না পেলে কোনো ভবনকে অনুপযোগী ঘোষণা করার বিধান রাখা হয়েছে এবং এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস বাহিনীকে। শহর এলাকার পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলো অগ্নিকাণ্ডজনিত দুর্যোগের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Translation: Bangladesh is a country in South Asia known for various types of natural disasters and high population density. The disasters that are regularly observed in Bangladesh due to natural and human-induced causes include floods, cyclones, earthquakes, river erosion, landslides caused by hill cutting, and fires. Around 35 percent of the people living in urban areas of Bangladesh are still unprepared to these natural and human-induced disasters. Due to unplanned urbanization across the country, the elements that need to be ensured for disaster management are absent in most buildings in cities. Deaths caused by fires that occurred in the very heart of Dhaka city, such as those in Bashundhara in 2007, Nimtoli in 2010, and Chawkbazar and Banani in 2019, prove how far behind the people of Bangladesh remain in managing such urban disasters even in the modern era. An urban disaster is an event that occurs suddenly or gradually in an urban area due to natural or human-induced causes, which has a negative impact on people's socio-economic conditions, property, and way of life. In Bangladesh, approximately five hundred thousand people settle in cities or move toward cities every year. As a result, in order to meet the various needs of the increased population, multi-storied buildings and various types of unplanned structures are being built in different cities of the country without any far-sighted planning. Recently, fire-related disasters have been increasing continuously in the country's major cities. These fire-related disasters, originating from various sources, are causing severe damage to people, infrastructure, and property in any place within a very short period of time. Every year, fire incidents cause a loss of approximately 50–60 crore taka in Bangladesh (FSCD, 2017). In 2006, the National Building Code of Bangladesh made it legally mandatory to include fire-fighting systems in buildings. Under the Fire Prevention and Firefighting Act 2003, if a building does not have the necessary fire safety arrangements, it can be declared unfit for use, and this responsibility has been assigned to the Bangladesh Fire Service. Natural water sources in urban areas play an important role in controlling fires during fire-related disasters.

Environment

11

বাংলাদেশ ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলি যখন জলবায়ু পরিবর্তনের বিধ্বংসী প্রভাবের সাথে লড়াই করছে, তখন বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ কখনোই স্পষ্ট ছিল না। সর্বকালের উষ্ণতম বছর হিসেবে বিবেচিত বছরের মধ্য দিয়ে অতিক্রমের পাশাপাশি, ঝুকি সর্বকালের চেয়ে ভয়াবহ। কপ-২৯-এ, দেশগুলি বর্তমানে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করছে, কিন্তু চলমান উত্তেজনা, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন অস্বীকারকারী ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে জয়লাভের পর, রাজনৈতিক সংকল্পের উদ্বেগজনক ঘাটতি প্রকাশ পেয়েছে। সমানভাবে উদ্বেগের বিষয় হল, প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রায় একটি দশক পরে, বিশ্ব উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত করার প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে অপর্যাপ্ত এবং জলবায়ু অর্থায়ন প্রতিশ্রুতিও অপূর্ণ রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে, সাম্প্রতিক গবেষণা একটি শঙ্কাজনক বাস্তবতা তুলে ধরেছে: বর্তমান পরিবেশগত অবক্ষয় মোকাবেলা করতে, বিশ্বকে ২০৫০ নয়, ২০৩০-এর দশকের শেষের দিকে নেট-জিরো কার্বন-ডাই অক্সাইড নিঃসরণ অর্জন করতে হবে। এটি একটি স্পষ্ট স্মারণিকা যে আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং চলমান রাজনৈতিক জড়তা, অর্থায়ন সংকট এবং অস্বীকৃতি, পাশাপাশি প্রধান দূষণকারীদের ক্রমাগত প্রতিরোধ দেখা যন্ত্রণাদায়ক। এটি কেবল আমাদের গ্রহকেই হুমকি দিচ্ছে না, বরং বাংলাদেশের মতো দেশগুলিকে অসামান্যভাবে প্রভাবিত করছে। কপ-২৯ শে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের 'অপচয়হীন' বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বার্তা এবং অর্থনৈতিক মডেলটি ভোগ হ্রাস করে এবং শক্তিশালীভাবে অনুরণিত হয়। তিনি জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে আলোচনায় হতাশা প্রকাশ করেছেন এবং দুর্বল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে হচ্ছে তা "অপমানজনক" বলে অভিহিত করছেন। মুহাম্মদ ইউনূস যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যেসব দেশ বৈশ্বিক উষ্ণায়নে সবচেয়ে কম অবদান রেখেছে, তাদেরকে সাহায্যের জন্য অনুনয়-বিনয় করার অবস্থান রাখা উচিত নয়, যখন ধনী দেশগুলো সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেও তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে চলছে। বিষয়টি হলো, কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জন করা আলোচনার বিষয় নয়, এটি বাংলাদেশের মতো দেশের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। বিশ্ব যখন জলাবয়ু সংকটের গুরুতর সীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে, তখন আমাদের বলিষ্ঠতার বৈশ্বিক পদক্ষেপের জন্য চাপ দিতে হবে এবং ধনী দেশগুলি যাতে নিঃসরণ এবং জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

Translation: As Bangladesh and other vulnerable countries are struggling with the devastating impacts of climate change, the urgency of taking global action has never been clearer. As the world passes through what is considered the warmest year on record, the risks are more severe than ever before. At COP-29, countries are currently discussing their next steps, but ongoing tensions – particularly after the election victory of climate-change denier Donald Trump in the United States – have revealed an alarming lack of political will. Equally worrying is that nearly a decade after the signing of the Paris Agreement, efforts to limit global warming to 1.5 degrees Celsius remain woefully inadequate, and climate finance commitments have also remained unfulfilled. In this context, recent research has highlighted a troubling reality: to address current environmental degradation, the world must achieve net-zero carbon-dioxide emissions not by 2050, but by the late 2030s. This is a clear reminder that our time is running out. Therefore, it is painful to witness continuing political inertia, funding shortages and denial, as well as persistent resistance from major polluters. This threatens not only our planet but also disproportionately affects countries like Bangladesh. At COP-29, Chief Adviser Dr. Muhammad Yunus's message calling for a "waste-free" world and an economic model that reduces consumption resonated strongly. He expressed frustration over discussions on climate finance and described it as "humiliating" that vulnerable countries must plead for financial assistance. Muhammad Yunus argued that countries that have contributed least to global warming should not be placed in a position of begging for help, while wealthy nations that have contributed the most continue to evade their responsibilities. The point is that achieving carbon neutrality is not a matter for debate; it is essential for the survival of countries like Bangladesh. As the world approaches a critical threshold of the climate crisis, we must push for stronger global action and ensure that rich countries fulfil their commitments on emissions reduction and climate finance.

12

জীববৈচিত্র্য পরিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মূল উপাদান। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সেবার উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, ঔষধ, বিনোদন ইত্যাদির জন্য মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এ সকল সম্পদ বনাঞ্চল, নদী-নালা, অন্যান্য জলাশয় ও সমুদ্র থেকে আহরণ করা হয়। মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড অবাধে চলতে থাকলে ২০২৫ সালের মধ্যে ২০-২৫ শতাংশ প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য প্রচুর এবং তার সম্ভাবনাও অনেক। তবে তা আজ হুমকির সম্মুখীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সংকুচিত হচ্ছে অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থল। তারা হারিয়েছে তাদের শিকারের ক্ষেত্র। এককালে বাংলাদেশের অনেক এলাকা জুড়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা ডোরাকাটা বাঘ দেখা যেত। এখন তাদের কেবল সুন্দরবনেই খুঁজে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শুরুতে ভাওয়াল ও মধুপুরের গড় অঞ্চলে হাতির দেখা মিলেছে। এখন কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট এবং ময়মনসিংহের পাহাড়েই হাতি দেখা যায়।

Translation: Biodiversity is the fundamental element for maintaining the environment and environmental balance. Natural resources are the source of essential goods and services for human beings. People depend on nature for food, clothing, shelter, medicine, recreation, and other needs. These resources are obtained from forests, rivers, other water bodies, and the sea. Due to the imprudent activities of human beings, the world's biodiversity is gradually declining. If such activities continue unchecked, 20–25 percent of animals and plants may become extinct from the Earth by 2025. Biodiversity in Bangladesh is abundant and its potential is considerable. However, it is currently under threat. Due to population growth, the habitats of other species are shrinking. They have lost their hunting grounds. At one time, the Royal Bengal Tiger or striped tiger was found in many areas of Bangladesh. Now they are found only in the Sundarbans. In the early nineteenth century, elephants were seen in the Bhawal and Madhupur forest regions. At present, elephants are found only in the hills of Chittagong Hill Tracts, Sylhet, and Mymensingh.

13

উপক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বদ্বীপ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকা পরিবেষ্টিত দেশটির অভ্যন্তরে প্রধান নদীগুলোর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। নদীবাহিত পাললিক ভূমি বসবাসের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হবার কারণেই হয়তো বহুকাল আগে থেকে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলের মানুষ বঙ্গীয় বেসিনে এসে বসতি গড়ে তুলেছিল। তবে ঠিক কখন এই বেসিনে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছে এর সঠিক সময় জানা সম্ভব না হলেও, গত প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান অনুযায়ী আমরা এটুকু ধারণা করতে পারি যে, কৃষিভিত্তিক গ্রামপ্রধান দেশটিতে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে উয়ারী-বটেশ্বর নামক প্রাচীন নগর গড়ে উঠেছিল। এছাড়া, বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়, যা একসময় পুন্ড্রনগর নামে পরিচিত ছিল – আনুমানিক দুই হাজার তিনশ বছর পূর্বে করতোয়া নদীর তীরে এই সমৃদ্ধ নগর বিকাশ লাভ করেছিল। পাশাপাশি ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে পাহাড়পুর তথা সোমপুর মহাবিহার এবং বাগেরহাট মসজিদ শহরের স্থাপনাসমূহ। এছাড়া, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত রয়েছে পাঁচ শতাধিক প্রত্নস্থল। বাংলাদেশে এত সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলসমূহ থাকার পরেও আমরা প্রত্নস্থানের প্রতি এখনও ততটা আকৃষ্ট হতে পারিনি, যতটা প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। কেন হতে পারিনি? আমরা কি আদৌ দেশ ও বিদেশের পর্যটকদের জন্য প্রত্নস্থলগুলোকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি? অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস পর্যটনশিল্প এবং এক্ষেত্রে প্রত্নস্থলগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। অথচ ২০২৩ সালের বিশ্ব পর্যটন দিবসে জাতিসংঘ 'পর্যটন ও সবুজ বিনিয়োগ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শুধু প্রথাগত বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতাকে উন্নীত না করে উদ্ভাবনী সমাধানের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নত ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘ ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি) নির্ধারণ করে দিয়েছে।

Translation: Bangladesh, situated in the subtropical monsoon climate region, is the largest delta in the world. Surrounded by the Ganges–Brahmaputra–Meghna basin, the branches and sub-branches of the main rivers spread across the interior of the country. Perhaps because river-borne alluvial land is highly suitable for habitation, people from many parts of the world had settled in the Bengal basin from very early times. However, although the exact time when human settlement began in this basin cannot be known with certainty, on the basis of archaeological investigations conducted over the last approximately one and a half centuries, we can assume that in this agriculture-based, village-dominated country an ancient city named Wari-Bateshwar had developed about two thousand five hundred years ago. In addition, Mahasthangarh in Bogura district, which was once known as Pundranagar, developed as a prosperous city approximately two thousand three hundred years ago on the banks of the Karatoya River. Alongside this, Paharpur or Somapura Mahavihara and the architectural remains of the mosque city of Bagerhat have been recognized as World Heritage by UNESCO. Moreover, more than five hundred archaeological sites have been preserved by the Department of Archaeology, Bangladesh. Despite having such rich archaeological sites, we have not yet been as attracted to archaeological heritage as we have been to natural heritage. Why have we not been able to do so? Have we truly been able to present these archaeological sites properly to domestic and foreign tourists? Yet tourism is one of the major sources of national income for our neighbouring country India, and in this regard the contribution of archaeological sites is undeniable. However, on World Tourism Day 2023, the United Nations, under the theme "Tourism and Green Investment," placed greater emphasis on innovative solutions instead of only promoting economic growth and productivity through conventional investment. To build a developed and liveable world by 2030, the United Nations has already set the Sustainable Development Goals (SDGs).

14

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিশপ্ত আর্তনাদ পুরো বিশ্বকেই কঠিন এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশে অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি-খরা-বন্যা-দাবদাহ ইত্যাদি সংকটে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব প্রচন্ড অনুভূত। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহের অধিক মাত্রায় শিল্পায়ন-নগরায়ণ-পরিবহনসহ নানামুখী উৎপাদন ব্যবস্থায় জ্বালানি, সার, কীটনাশক, কার্বন নিঃসরণ ইত্যাদি ধরিত্রীর তাপমাত্রাকে চরম পর্যায়ে পৌঁছে দিচ্ছে। সামগ্রিক পরিবর্তনজনিত দৃশ্যপট বর্তমান-আগামী প্রজন্মের বসবাসযোগ্য পৃথিবী নামক এই গ্রহটিকে কোন অবস্থানে নিপতিত করছে তা এখনো যথার্থ অর্থে বোধগম্য নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট মোকাবিলায় অনুন্নত-উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশের জনগণ বিভিন্ন সমস্যায় বিপন্ন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-মানবেতর জীবনপ্রবাহে এর গতিধারা খরস্রোতা নদীর মতো সুস্থ জীবনযাপনে নদী ভাঙনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলছে। নদীমাতৃক জনঅধ্যুষিত বাংলাদেশ বায়ু-শব্দ-পরিবেশ দূষণে এর বৈরী দৃষ্টান্তের পরিচায়ক। কৃষি, শিল্প, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পর্যুদস্ত প্রতিনিয়ত ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করছে। প্রায়োগিক কর্মকৌশল অবলম্বনে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপণ উক্ত সমস্যাসমূহকে অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে দেবে।

Translation: The accursed lament of climate change has thrown a formidable challenge at the entire world. Across countries, the effects of global warming are being felt intensely amid crises such as excessive rainfall, lack of rainfall, drought, floods, and scorching heat. The advanced world's high levels of industrialization, urbanization, transportation, and other production systems–through the use of fuel, fertilizers, pesticides, and the emission of carbon–are driving the Earth's temperature to extreme levels. It is still not possible to grasp, in a fully accurate sense, what position this broad pattern of change is forcing this planet–our habitable Earth for the present and future generations–into.In confronting the crisis of climate change, people in underdeveloped and developing countries are becoming habituated to a precarious life, imperiled by multiple hardships. Its course–through hunger, poverty, and subhuman living conditions–continues to tear away at healthy living, like a torrential river that causes relentless riverbank erosion. Riverine and densely populated Bangladesh stands as an adverse example, marked by air, noise, and environmental pollution. The deterioration of agriculture, industry, and the socio-economic system is assuming ever more alarming forms. Any delay in implementing effective measures, grounded in practical strategies and executed in the shortest possible time, will drive these problems to an unbearable level.

15

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই দেশের মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা চাই। সবার জন্য নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা দেওয়া সহজ কাজ নয়। ভেজাল ও অন্যান্য দূষণের ফলে খাদ্য অনিরাপদ হয়ে ওঠে। অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি ছাড়াও নানা কারণে খাদ্য দূষিত হতে পারে। খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে খাদ্য খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে উঠতে পারে। খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার রান্নাঘর পর্যন্ত খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষিজমিতে কী পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে, সেই খাদ্যের প্রক্রিয়াজাতের বেলায় উদ্ভূত সংকটগুলো কী উপায়ে মোকাবিলা করা হচ্ছে এবং ওই খাদ্যের মান নিশ্চিতের জন্য আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা- এই তিনটি বিষয়ের ওপর মূলত নির্ভর করে খাদ্য নিরাপদ কি না- সেটি। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একবার রাজধানীর খাবারের মান পরীক্ষার জন্য একটি সমীক্ষা চালায়। প্রাথমিকভাবে রাজধানীর ২শ' হোটেল-রেস্তোরাঁ বেছে নেওয়া হয় পরীক্ষার জন্য। মাত্র ৫৭টির খাবার স্বাস্থ্যসম্মত বলে বিবেচিত হয়। হাইকোর্ট এক আদেশে বলেছে, খাদ্যে ভেজাল মেশানো একটি বড় দুর্নীতি। জমিতে উৎপাদিত খাদ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে টেবিলে পরিবেশন পর্যন্ত যে কোনো স্তরে রাসায়নিক দ্রব্য এবং জীবাণুর মাধ্যমে বিষাক্ত বা দূষিত হতে পারে খাদ্য।

Translation: Ensuring safe food is a major challenge for the government, and that challenge must be met to guarantee safe food for the people of the country. Ensuring safe food for all is not an easy task. Food becomes unsafe due to adulteration and other forms of contamination. Apart from the malpractices of unscrupulous traders, food may be contaminated for various reasons. Food can become unfit for consumption at any stage of production, processing, transportation, preparation, or consumption. Ensuring food safety from production all the way to the consumer's kitchen is therefore a major challenge. Whether food is safe essentially depends on three issues: how food is produced on agricultural land; how the problems that arise during processing are addressed; and whether international standards are followed to ensure quality. The Bangladesh Food Safety Authority once conducted a survey to test the quality of food in the capital. Initially, 200 hotels and restaurants in the capital were selected for testing; only 57 were found to meet hygiene standards. In an order, the High Court stated that mixing adulterants into food is a serious form of corruption. From the collection of produce from the field to its service at the table, food may become toxic or contaminated at any stage through chemicals and microbes.

Literature

16

শিশুর সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। শিশু তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়- স্বজনকে মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডাতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে দেখে। শিশু-কিশোরেরা পরিবারে অন্যদের ধর্মীয় আচরণ যেমন- কোরান শরিফ, শ্রীমভগবদগীতা, বাইবেল এবং ত্রিপিটক পাঠ করতে দেখে ও শোনে। এসব বিষয় শিশুর ভবিষ্যৎ ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ইসলাম ধর্মের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এসব উৎসবের নানা কার্যক্রম শিশুমনে ধর্মানুভূতির পাশাপাশি ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ কমিয়ে দেয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্মের রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশু-কিশোরেরা অংশগ্রহণ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় অনুষ্ঠান শিশু মনে গভীর রেখাপাত করে। তাদের বাহ্যিক আচার-ব্যবহারকে সংযত করে এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করে। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির বিবেকবোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করে। পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করে। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়িয়ে তোলে। শিশু-কিশোরদের নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করে। সম্প্রীতির শিক্ষা মনের সংকীর্ণতাকে দূরীভূত করে।

Translation: The influence of religious institutions on the socialization of children is important. A child sees his or her parents and other relatives performing religious rites and ceremonies at mosques, temples, churches, and pagodas. Children and adolescents see and hear other family members engaging in religious practices, such as reciting the Holy Qur'an, the Srimad Bhagavad Gita, the Bible, and the Tripitaka. These matters influence a child's future religious life. Eid-ul-Fitr and Eid-ul-Azha are two major religious festivals of Islam. The various activities of these festivals, along with nurturing religious feelings in the minds of children, also teach unity, solidarity, and communal harmony. They reduce distinctions among people. Through participation in religious ceremonies, the social values and personality of children and adolescents develop. It inspires them to engage in various social welfare activities. There are different religious institutions in Hinduism, Islam, Buddhism, and Christianity. Children and adolescents participate in various activities of these religious institutions. The religious observances of these institutions leave a deep impression on the minds of children. They restrain their external conduct and bring about moral improvement. These religious institutions awaken an individual's conscience and awareness. They strengthen mutual bonds. They increase cordiality and harmony. They assist in the development of morality among children and adolescents. The teaching of harmony removes narrowness of mind.

17

সামগ্রিক শিল্পকলা আসলে অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। বহু তার মাধ্যম। আমাদের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, শিল্পকলার প্রায় সকল মাধ্যমেরই শুরু করেছিল আদিম শিকারি মানুষেরা। বিস্ময়কর দক্ষতার সাথে প্রাচীন যুগের 'হোমো স্যাপিয়েন্স' মানুষ এঁকেছে বিভিন্ন বন্যপশুর ছবি। তারা অত্যন্ত পর্যবেক্ষণশীল ছিল। জীবজন্তু সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞান তাদের ছিল এবং পাথর কিংবা হাড়ের উপর নির্ভুল সুষ্ঠু রেখা অঙ্কন করে তা ফুটিয়ে তুলতে পারত। তাদের আঁকা ছবি দেখে প্রতিটি বস্তুকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এমন চিত্র আছে যেখানে জীবজন্তুর আকারে অঙ্কনরত মানুষের ছবিও আছে। মাথার উপর শিং এবং পিছনে লেজ পরিহিত মানুষের ছবি আছে। হরিণের সাজে সজ্জিত মানুষটি হরিণের অঙ্গভঙ্গি নকল করে দুপা উপরে তুলে লাফ দিচ্ছে। তাদের আঁকা ছবি থেকেই জানা যায় যে, আদিম মানুষ শিকার করা পশুকে সামনে রেখে তার চারপাশ ঘিরে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও চিৎকার করে লাফাতে লাফাতে আনন্দ প্রকাশ করত। সেখান থেকেই মানুষের নৃত্য-গীতির শুরু। শিকার করা বন্যপশুর লোমশ চামড়া, শিং, ইত্যাদি পরিধান করে তারা ঐ পশুর অনুকরণ করে হাঁটা, লাফানো, দৌড়ানো ইত্যাদির অভিনয় করত। ধারণা করা হয় পশুর পালকে ধোঁকা দিয়ে তাদের সাথে মিশে থেকে সহজে শিকার করার কৌশল হিসেবে তারা এসব করত। সেখান থেকেই মানুষের অভিনয় শিল্পের শুরু। যদিও আদিম মানুষ এ সবই করেছে তাদের বাঁচার তাগিদে, খাদ্য ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে।

Translation: Art, as a whole, is divided into many branches and sub-branches, and it has many media. What is striking is that early hunter-gatherers pioneered nearly every artistic medium. With remarkable skill, early *Homo sapiens* drew images of various wild animals. They were highly observant, possessed excellent knowledge of animals, and could render them through precise, well-executed lines on stone or bone. From their drawings, each subject can be readily identified. Some images even depict humans in animal form. There are drawings of people wearing horns on their heads and tails behind them. In one scene, a person dressed as a deer imitates the animal's posture and leaps upward with both feet. These drawings also suggest that early humans, with the hunted animal placed before them, would encircle it and express joy by leaping, gesturing, and shouting. This is seen as the beginning of human dance and song. Wearing the furry hides, horns, and other parts of hunted wild animals, they imitated these creatures and acted out movements such as walking, leaping, and running. It is believed that they did so as a strategy to deceive animal herds by blending in with them, thereby making hunting easier. This is regarded as the origin of the performing arts. Yet early humans did all these things out of the demands of survival–for food and for the preservation of life.

18

আদিম যুগের সেই বন্য, লোম-দাঁড়িওয়ালা গুহাবাসী মানুষদের আঁকা ছবিই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো শিল্পফল–এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। যারা এ ছবিগুলো এঁকেছে, হাজার হাজার বছর আগে তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু তাদের আঁকা ছবিগুলো এখনো টিকে আছে। শুধু যে টিকে আছে তাই নয়–সেই সব ছবিগুলো, আদিম মানুষদের তৈরি বিভিন্ন মূর্তি, পাত্র ও হাতিয়ার আমাদের সামনে মেলে ধরে আছে ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায়। অবাক করা বিষয়, তখন ভাষা পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি, লিপির আবিষ্কার তো দূরের কথা। সুতরাং তখনকার কোনো লিখিত ইতিহাস তো আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু আদিম গুহাবাসী সেই মানুষদের জীবনযাপন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ–এই সব কিছু না জানলে তো মানবজাতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যেত। লিখিত ইতিহাস আমরা পাইনি বটে, কিন্তু তাদের করা ঐসব শিল্পকর্মগুলোই আজ ইতিহাসের সাক্ষী। শিল্পকর্মগুলো দেখে, ছবি দেখে আমরা আদিম মানুষের জীবনসংগ্রাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের চিরাচরিত আচরণ, বিশ্বাস–সবই জানতে পেরেছি। এভাবে আদিম যুগের পরে পুরোনো প্রস্তর যুগ বা পুরোনো পাথর যুগ, নতুন পাথরের যুগ, কৃষি যুগ প্রভৃতি সভ্যতার সবগুলো পর্যায়কেই আমরা জেনেছি মানুষের কৃষ্টিগত সংস্কৃতির নিদর্শন থেকে। অর্থাৎ, ঐ যুগের মানুষ যে সকল হাতিয়ার, বাসনপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাটি ইত্যাদি ব্যবহার করত, তা থেকে। মানুষের ব্যবহৃত ঐসব সামগ্রীকেই এখন আমরা কারুশিল্প বলে থাকি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানব সভ্যতা ও শিল্প হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে, তাই বলা হয় শিল্পের বয়স মানবসভ্যতার সমান। ঐ সমস্ত শিল্পকলার মাধ্যমে আমরা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে জানতে পেরেছি। এ থেকেই আমরা শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

Translation: We have already learnt that the pictures drawn by those wild, long haired and bearded cave-dwelling people of the primitive age are the oldest artistic creations in the world. Those who drew these pictures left the world thousands of years ago, but their drawings still survive. Not only do they survive, but those pictures, along with various statues, vessels, and tools made by primitive humans, unfold before us an unknown chapter of history. What is astonishing is that at that time even language had not been invented, let alone writing. Therefore, no written history of that period can be found. Yet, if we did not know the life, customs, behavior, and clothing of those primitive cave-dwellers, the history of humankind would have remained incomplete. Although we have not received written history, those artworks created by them are today the witnesses of history. By looking at those artworks and pictures, we have been able to know about the life struggles, clothing, customary behavior, and beliefs of primitive humans. In this way, after the primitive age, we have come to know all stages of civilization – such as the Old Stone Age (Paleolithic Age), New Stone Age (Neolithic Age), and Agricultural Age – from the cultural artifacts of human beings. In other words, from the tools, utensils, clothing, ornaments, and other objects used by people of those periods. The materials used by humans in those times are what we now call handicrafts. Thus, it becomes evident that human civilization and art have advanced hand in hand; therefore, it is said that the age of art is equal to the age of human civilization. Through all these artistic creations, we have been able to understand the history of human civilization. From this, we can realize the importance of the practice of art.

19

ভাষার মাসে ভাষাকে উপজীব্য করে আমরা নানাবিধ আয়োজন করে থাকি। এসব আয়োজনের ভাবার্থ ও অর্থবোধক অভিব্যক্তি নিয়ে যেন অনেকের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মূল বিষয় হওয়া উচিত, আদৌ আমরা কি ভাষা শহীদদের সম্মান জানাতে অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকি? যদি ভাষা সংগ্রামীদের প্রতি সম্মান জানাতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তাহলে সাধুবাদ প্রদান করা উচিত। কিন্তু দেখা যায় রেওয়াজ হিসেবে আমরা অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকি, প্রকৃত বিষয়গুলো বেমালুম ভুলে যাই। ভাষার মাসে বিভিন্ন আয়োজনে বিদেশী গানের আয়োজন দেখা যায়। এটা কিভাবে আয়োজন হয়? বিশেষ করে ভাষার মাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদেশী ভাষার গান কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার এমন একটি বিষয় দাঁড়িয়েছে যেখানে দেখা যায়, কথা বলা কিংবা লেখার সময় ইংরেজি ভাষা আমরা অবলীলায় ব্যবহার করছি। যারা ব্যবহার করছেন তাদেরকে দোষারোপ করারও কোনো সুযোগ নেই। কেননা, এমন একটি সমাজব্যবস্থায় আমরা উপনীত হয়েছি, যেখানে দেখা যায় কথা বলা কিংবা বাংলা লেখার সময় কিছুটা ইংরেজির আধিক্য না থাকলে তেমন গুরুত্ব পাওয়া যায় না। এটা মূলত আমাদের মধ্যে এক ধরনের দীনতা তৈরি করেছে। পাশাপাশি এক ধরনের মনোবৈকল্য অসুখও বলা চলে। ভাষার মাসে আমাদের এ ধরনের চর্চা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। কেননা, মাসটি আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনার ও আবেগের। ভাষার মাসে মূলত আমাদের আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। সে আন্দোলন টানা রূপ পায় স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিসংগ্রামের বাস্তবতায় সংগ্রাম পরিপূর্ণতা লাভ করে। কাজেই ভাষার মাস আমাদের নানাভাবে উদ্বেলিত অনুপ্রাণিত এবং অনুপ্রেরণা প্রদান করে। এ ধরনের তাৎপর্যময় মাসে ভাষাকে বিকৃত করে উপস্থাপন কিংবা ভাষাকে খাটো করে উপস্থাপন কোনোভাবেই ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হতে পারে না। উল্টো শহীদদের অবমাননা করা হয়। ভাষার মাসে বিপুল পরিসরে বাংলা একাডেমি কর্তৃক বইমেলা আয়োজিত হয়ে থাকে। বইমেলার পরিধি বাংলা একাডেমি থেকে অতিক্রম করে বড় পরিসরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জায়গা করে নিয়েছে। বিপুল সংখ্যক স্টল স্থাপিত হয়। বিপুল সংখ্যক জনতা প্রতিদিন বইমেলায় আসা-যাওয়া করে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বাংলা ভাষাকে নিয়ে, বাংলা সাহিত্য নিয়ে বাংলা ভাষার উপজীব্য ও বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণ নিয়ে তেমন বই প্রকাশ হচ্ছে না। যে হারে মানুষ মেলায় প্রবেশ করছে, সেই হারে জনতা বই কিনছে না। এ বিষয়গুলো কিন্তু অত্যন্ত ভাবনাচিন্তার। কেননা, আন্দোলন করে, সংগ্রাম করে আত্মাহুতি দিয়ে বাঙালি জাতি ভাষার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে একমাত্র বাংলা ভাষার জন্য। তার স্বীকৃতস্বরূপ প্রতিবছর বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়ে থাকে বিশ্বব্যাপী।

Translation: During Language Month, we organize various events with language as their theme. It appears that many people do not have much concern about the underlying meaning and significance of these events. However, the main issue should be whether we actually organize programs to honour the language martyrs. If initiatives are taken to show respect to the language activists, they deserve appreciation. But in reality, we often organize events as a mere custom and completely forget the real issues. In various programs during Language Month, foreign songs are seen to be arranged. How does this happen? Especially in programs organized in Language Month, songs in foreign languages are wholly incongruous. Moreover, a situation has emerged in which we are freely using English while speaking or writing. There is no scope to blame those who do so, because we have reached a social context where speaking or writing in Bangla without a noticeable presence of English does not receive much importance. This has created a kind of inferiority within us. At the same time, it can also be called a form of psychological malaise. We should move away from such practices during Language Month, because this month is extremely painful and emotional for us. It is in this month that our language movement began. That movement was carried forward into the struggle for independence. Through the liberation struggle, the reality of the great freedom movement reached its fulfilment. Therefore, Language Month inspires and energizes us in many ways. In such a meaningful month, distorting language or presenting it in a diminished way can in no way be considered honour to the language martyrs; rather, it becomes an insult to them. During Language Month, the Bangla Academy organizes a large-scale book fair. The scope of the fair has expanded beyond the Bangla Academy premises to a larger area in Suhrawardy Udyan. A huge number of stalls are set up. A large number of people visit the book fair every day. On inquiry, it is found that not many books are being published on the Bengali language, Bengali literature, themes related to the Bengali language, or the internationalization of Bengali. Although many people enter the fair, that number is not reflected in book purchases. These issues are indeed matters of serious reflection, because through movement, struggle, and sacrifice, the Bengali nation established the dignity of language solely for the Bengali language. As recognition of this, International Mother Language Day is celebrated worldwide every year in recognition of the Bengali language and the Language Movement.

20

কালের আবর্তে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রগুলো সংকুচিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশিদের সংস্কৃতি বহু দেশের, বহু অঞ্চলের মানুষের সমন্বিত সংস্কৃতি। কালের বিবর্তনে, সময়ের প্রবাহে এ সংস্কৃতি নানা রকম ভাষা, আচার, পার্বণ, খাদ্য, শিক্ষা, রীতিনীতি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সবকিছু মিলে একটি সংস্কৃতিতে দাঁড়িয়েছে। যা বহুকাল ধরে চর্চার ফলে বাঙালি সংস্কৃতিতে রূপ লাভ করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে বসবাসকারীরা একটি অভিন্ন সংস্কৃতির চর্চা করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। তবে সেই সংস্কৃতি চর্চায় শহুরে ও গ্রামীণ সংস্কৃতিচর্চায় মোটা দাগে একটা পার্থক্য ধরা পড়ে। সংস্কৃতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। বয়ে চলা নদীর মতো সংস্কৃতিও বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। সময়ের বিবর্তনে সেই সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা মত, ভিন্নতা, পরিবর্তন। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণ দীর্ঘদিন ধরেই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধরে রেখেছিল। বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক পার্বণ, উৎসব, বিয়ের আচার, বিয়ের গীত, ধানকাটা উৎসব, নৌকাবাইচ, গ্রামের মেলা, গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ, সহজ-সরল-সাধারণ জীবনই গ্রামীণ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। বাঙালি জাতির পরিচয়ই গ্রোথিত রয়েছে গ্রামে। আজকের শহুরে মানুষের বিশাল একটা অংশই গ্রাম থেকে উঠে আসা। গণমাধ্যমের বিভিন্ন শাখায়, নাটক, সিনেমা, সংগীত, সাহিত্যে গ্রামের সঙ্গে বাঙালি জাতির, সংস্কৃতির নাড়ির একটি সম্পর্ক ধরা পড়ে। বাঙালি জাতি সুদূর বিদেশ বিভূঁইয়ে বসেও গ্রামীণ সংস্কৃতির রোমন্থন, পূর্ণিমা রাতে নদীর জলের পাশে বসে পূর্ণচন্দ্র অবলোকন কিংবা শীতের ভোরে দিগন্তজোড়া সরিষা ক্ষেতের হলুদ ফুলের পাশে বসে এক গ্লাস খেজুরের রস খাওয়া খুব মিস করে। শহুরে সংস্কৃতির অতি ব্যস্ত জীবন আর গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ জীবনধারা এ দুই সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অতীতে গ্রামীণ জীবনধারায় ছিল না কোনো প্রযুক্তির ছোঁয়া। শুধু সিনেমাহলে সিনেমা দেখার জন্যও গ্রামের লোকজন শহরে চলে যেত। এভাবে শহুরে সংস্কৃতি আর গ্রামীণ সংস্কৃতির মাঝে একটা বিশাল পার্থক্য সব সময় চোখে পড়ত। আবার শহুরে সংস্কৃতির যে আবহ গত কয়েক দশক আগেও বর্তমান ছিল, দুয়েক দশকে সেই ধারাতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি শহুরে জীবনে নিয়ে এসেছে অবিশ্বাস্য গতি। গ্রামীণ জীবন বা সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের যে নাড়ির টান বা শিকড়ের যোগসূত্র সেই ধারা থেকে শহুরে মানুষের জীবন হয়েছে বিচ্যুত। শিল্পপ্রযুক্তি গ্রামীণ সংস্কৃতির অনেকখানিই অবলুপ্ত করেছে, তেমনি তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি সেই অবলুপ্তিকে অনেকটাই ত্বরান্বিত করেছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষের জীবন, সংস্কৃতিতে নিয়ে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। মানুষের জীবন সহজসাধ্য করেছে। ধান কাটার সময় গাওয়া গান, গৃহস্থের বাড়িতে সে সময় উৎসবের মতো ধান মাড়াই, ধান সেদ্ধ, শুকানো, লাইন ধরে গরুর গাড়িতে করে ধানের আঁটি নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য এখন আর তেমন চোখে পড়ে না। নানা রকম শিল্পপ্রযুক্তি সেসব স্থান দখল করে মানুষের কষ্টের জীবনে প্রশস্তি নিয়ে এসেছে। অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার সময় স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করে নানি বা দাদিবাড়িতে হইহই করে পিঠাপুলি খেতে যাওয়ার আনন্দও এখনকার শিশুদের কাছে অধরা। তাদের কাছে পিঠাপুলির চেয়ে অনেক বেশি লোভনীয় স্মার্ট ফোনে নতুন একটা গেম ডাউনলোড করে খেলা।

Translation: With the passage of time, the domains of Bengali cultural practice are gradually shrinking. The culture of Bangladeshis is a composite culture of people from many countries and many regions. Through the course of time and the flow of history, this culture–comprising various languages, customs, festivals, food, education, traditions, and ethnic identities–has coalesced into a distinct cultural tradition, which has taken shape as Bengali culture through long practice. Particularly, the people living in Bangladesh have been practicing a common culture for a long time. However, in that cultural practice, a broad difference is visible between urban and rural culture. Culture is always dynamic. Like a flowing river, culture has taken different forms in different regions. Over time, various opinions, differences, and changes have been added to that culture. The rural people of Bangladesh had preserved their own culture for a long time. Seasonal festivals, wedding rituals, wedding songs, harvest festivals, boat races, village fairs, rural tranquillity, and a simple and ordinary way of life are the characteristics of rural culture. The identity of the Bengali nation is rooted in the village. A large portion of today's urban population has risen from the villages. In different branches of mass media–drama, cinema, music, and literature–a deep connection between the village and the cultural roots of the Bengali nation is evident. Even while living in distant foreign lands, Bengalis miss reminiscing about rural culture–sitting by the river on a full-moon night or sitting beside vast yellow mustard fields on a winter morning and drinking a glass of date-palm juice. A defining contrast is the pace of urban life versus rural tranquillity. In the past, rural life had no touch of technology. Even to watch movies in cinema halls, villagers used to go to the city. In this way, a huge difference between urban and rural culture was always visible. Again, the urban cultural environment that existed even a few decades ago has undergone radical change in the last two decades. The rapid advancement of information technology has brought an unprecedented pace to urban life. Urban life has deviated from its deep-rooted connection with rural life and culture. Industrialization and mechanization have eliminated much of rural culture, and the progress of information technology has further accelerated that disappearance. Technological advancement has brought massive changes to human life and culture and has made life easier. The songs sung during paddy harvesting, the festive atmosphere of threshing paddy in the household, parboiling and drying paddy, and the sight of carrying sheaves of paddy in bullock carts in lines are now rarely seen. Various forms of industrialization and mechanization have replaced these and brought relief to people's difficult lives. The joy of going to grandparents' house in the month of Agrahayan after finishing school exams to eat pithapuli is now beyond the reach of today's children. For them, downloading and playing a new game on a smartphone is more attractive than pithapuli.

Economics

21

যে বসতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী জীবিকা অর্জনের জন্য প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষত কৃষির উপর নির্ভরশীল সেই বসতিকে সাধারণভাবে গ্রামীণ বসতি বলে। ভূপ্রকৃতির উপর ভিত্তি করে গ্রামীণ বসতি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও গোষ্ঠীবদ্ধ হতে পারে। এর কারণ হলো গ্রামে প্রচুর জমি থাকে। স্বভাবতই, গ্রামবাসীরা খোলামেলা জায়গায় বাড়ি তৈরি করতে পারেন। ঘরবাড়ির কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, নির্মাণ উপকরণ, বাড়ির নকশা ইত্যাদির বিচারে গ্রামীণ বসতি সহজেই চিনে নেওয়া যায়। শহরের ইট-সিমেন্টের নির্মাণ স্থাপনা থেকে গ্রামের মাটির, কাঠের ও পাথরের বাড়িকে সহজেই আলাদা করা যায়। কৃষিপ্রধান গ্রামে গোলাবাড়ি, গোয়ালবাড়ি ও ঘরের ভিতরে উঠান এসবই এক অতি পরিচিত দৃশ্য। গ্রামে উঠানের চারপাশ ঘিরে শোবার ঘর, রান্নাঘর ও গোয়ালঘর তৈরি করা হয়। উঠানে গৃহস্থরা ধান সেদ্ধ করা, শুকানো এবং ধান ভাঙা ছাড়াও নানান কাজ করে থাকে। গ্রামে শোবার ঘর, রান্নাঘর ও গোয়ালঘর যেমন আলাদাভাবে গড়ে ওঠে যা শহরে হয় না। বসতবাড়িতে অবস্থান আরামদায়ক হওয়ার জন্য এবং প্রাকৃতিক বায়ুপ্রবাহের সহজ প্রবেশই আলাদাভাবে বসতি গড়ে ওঠায় প্রধান কারণ। গ্রামীণ বসতিতে পথঘাটের প্রাধান্য থাকে খুব কম। গ্রাম প্রধানত খাদ্য উৎপাদক অঞ্চল। কৃষিকাজের বিভিন্ন অবস্থায় অর্থাৎ বীজতলা তৈরি, চারা রোপণ, ফসল কাটা ও গোলাজাত করা ইত্যাদি ব্যাপারে পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় বলে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা সহজ ও সরুণ আন্তরিকতা দেখা যায়। প্রামীণ বসতি প্রাথমিক উৎপাদন কৃষি ছাড়াও অন্যান্য প্রাথমিক উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। জীবিকার প্রধান উৎস অনুসারে মৎস গ্রাম, মৃৎশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত কুমারপাড়া, লোহাজাত দ্রব্য তৈরিতে সম্পৃক্ত কামারপাড়া ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় এ ধরনের অনেক গ্রাম রয়েছে।

Translation: A settlement in which the majority of inhabitants depend on primary economic activities, particularly agriculture, for their livelihood is generally known as a rural settlement. On the basis of physical landscape, rural settlements may be isolated, dispersed, or clustered. The reason for this is that villages have abundant land; therefore, villagers can naturally build houses in open spaces. Rural settlements can be easily identified in terms of the structural characteristics of houses, construction materials, and house design. Village houses made of earth, wood, and stone can be easily distinguished from the brick-and-cement structures of cities. In agriculture-based villages, granaries, cowsheds, and courtyards inside the house are very familiar sights. In villages, sleeping rooms, kitchens, and cowsheds are built around the courtyard. In the courtyard, household members perform various tasks such as boiling, drying, and husking paddy. In villages, sleeping rooms, kitchens, and cowsheds are built separately, which does not happen in cities. The main reasons for this separate layout are to make living in the homestead comfortable and to allow easy natural air circulation. In rural settlements, roads have very little prominence. Villages are mainly food-producing areas. Since cooperation is required in different stages of agricultural work – such as preparing seedbeds, transplanting seedlings, harvesting crops, and storing grain – a simple and sincere sense of mutual cooperation is seen among villagers. Rural settlements depend not only on primary agricultural production but also on other primary occupations. On the basis of the main source of livelihood, villages can be identified as fishing villages, potters' quarters (Kumarpara) associated with pottery, blacksmiths' quarters (Kamarpara) associated with ironwork, and so on. Many such villages are found in different rural areas of Bangladesh.

22

সামাজিক ব্যবসা এমন এক ধরনের উদ্যোগকে নির্দেশ করে যা সামাজিক বা পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান করার জন্য টেকসই, বাজার-ভিত্তিক সমাধান প্রদান করে। এটি প্রচলিত ব্যবসার মতো মুনাফা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে, সামাজিক প্রভাবকে প্রাধান্য দেয়, একইসঙ্গে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং স্বাধীন থাকে। যদি মুনাফা হয়, তা ব্যবসার উদ্দেশ্য পূরণে পুনঃবিনিয়োগ করা হয়, শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয় না। প্রাথমিক পর্যায়ের দাতব্য উদ্যোগ যেমন রবার্ট ওয়েন (সহযোগী সমাজের পথিকৃৎ) এবং অ্যান্ড্রু কার্নেগির প্রচেষ্টা, সামাজিক ব্যবসার কিছু নীতিকে প্রতিফলিত করে। "সামাজিক ব্যবসা" ধারণাটি আধুনিকভাবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, একজন বাংলাদেশি নোবেল বিজয়ী এবং গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়। তিনি তাঁর বই "Creating a World Without Poverty" (২০০৭)-এ এই ধারণাটি উপস্থাপন করেন। সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সামাজিক ব্যবসাকে অপরিহার্য অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সামাজিক ব্যবসাগুলি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ন্যায্য মজুরি এবং টেকসই জীবিকা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করে। সামাজিক উদ্যোগগুলি মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক চাহিদাগুলোতে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করে। সামাজিক ব্যবসা একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, যা সামাজিক এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উদ্যোগগুলির কার্যপ্রণালী প্রভাবিত করে। সামাজিক ব্যবসা উদ্যোক্তার মনোভাব এবং সামাজিক সচেতনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশ্রণকে উপস্থাপন করে, যা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর উদ্ভাবনী সমাধানের পথ প্রশস্ত করে।

Translation: Social business refers to a type of enterprise designed to address social or environmental challenges through sustainable, market-driven solutions. Unlike traditional businesses, it prioritizes social impact over profit maximization, while being self-sustaining and financially independent. Profits, if generated, are reinvested to fulfil the objectives of the business rather than distributed to shareholders. Early philanthropic ventures, such as those by Robert Owen (a pioneer of cooperative societies) and Andrew Carnegie, also reflect some principles of social business. The contemporary idea of "social business" was institutionalized by Professor Muhammad Yunus, a Bangladeshi Nobel Laureate and founder of Grameen Bank. He introduced the concept in his book "Creating a World Without Poverty" (2007). Governments and international organizations now recognize social businesses as essential partners in achieving the Sustainable Development Goals. Social businesses create employment opportunities and empower marginalized communities by providing fair wages and sustainable livelihoods. Social businesses improve access to quality healthcare, education, and basic necessities for underserved populations. Social business has evolved into a global movement, influencing how organizations address pressing societal and environmental challenges. Social businesses represent a vital blend of entrepreneurial spirit and social consciousness, which opens the path for innovative solutions to these challenges.

23

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ ই স্টিগলিৎজ তাঁর গ্রেট ডিভাইড গ্রন্থে অসমতাকে সমাজে বিভক্তির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমেরিকান সমাজে অসমতার বহুমাত্রিকতা ও প্রভাব নিয়ে এ গ্রন্থে তিনি গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, আমেরিকান সমাজে কি এমন কেউ আছেন, যিনি এ মহাবিভক্তি অস্বীকার করতে পারেন? অক্সফামের ২০১৬-এর তথ্য ব্যবহার করে স্টিগলিজ উল্লেখ করেন, পৃথিবীর এক ভাগ ধনীদের হাতে অর্ধেক সম্পদ আর ৯৯ ভাগের হাতে বাকি অর্ধেক সম্পদ। বিশ্বব্যাপী সম্পদ ও আয়কেন্দ্রিক বিভক্তি বাড়ছে। ইউনাইটেড নেশনস্ কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিটিএডি) দ্য ম্যানি ফেসেস অব ইকুয়ালিটি শিরোনামে ২০১৩-তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে অসমতা বৃদ্ধির পেছনে আয়বৈষম্য এবং সম্পদের কেন্দ্রীভূত প্রবণতার কথা উল্লেখ করা হয়। আয় ও সম্পদভিত্তিক অসমতার একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে–ওয়ার্ল্ড ইনইকুইলিটি রিপোর্ট ২০২২-এ। বলার অপেক্ষা রাখে না, পৃথিবীর সম্পদ ক্রমে জায়ান্ট করপোরেশনগুলোর কাছে জমা হচ্ছে। বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ প্রণীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা, ১৯৬৬ সালে প্রণীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-সংক্রান্ত সনদে সব মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। কাগজ-কলমে সমান অধিকার স্বীকার করা হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। সম্পদ ও আয়কেন্দ্রিক অসমতা অগ্রগতির ওপর পেরেক ঠুকছে। সম্পদ ও আয়ে মানুষের প্রবেশগম্যতা ও অধিকার ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে অন্যান্য সামাজিক সূচকের ওপর। জোসেফ ই স্টিগলিৎজ আমেরিকান সমাজের উদাহরণ দিয়ে বলেন, সম্পদ ও আয়বৈষম্যের কারণে গরিব শিশুরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জোসেফ ই স্টিগলিৎজ যুক্তি দিয়ে বলেন, অসমতাকে একটি চয়েস (বাছাই) হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ অসমতার নীতি রাষ্ট্রপরিচালনায় নিয়ামক হয়ে উঠছে। নীতিনির্ধারকেরা সমতার কথা বলছেন, কিন্তু অসমতা কমিয়ে আনতে প্রণীত নীতিকাঠামোর অকার্যকারিতা প্রমাণিত হচ্ছে। অ্যারিস্টটল মনে করতেন, অসমতার সবচেয়ে ঘৃণ্য ধরন হলো অসম বিষয় সম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা। যেমন মোট দেশজ উৎপাদন অগ্রগতির গড় হিসাবে হতদরিদ্র হাজার হাজার মানুষের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন থাকে কি? ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৬৫ মার্কিন ডলার বলে উল্লেখ করেছিলেন। বাস্তবে হয়তো সিংহভাগ মানুষের এক টাকাও আয় বাড়েনি; বরং ক্ষেত্রবিশেষে কমেছে।

Translation: Nobel laureate economist Joseph E. Stiglitz, in his book The Great Divide, identifies inequality as the fundamental cause of division in society. In this book, he presents an in-depth analysis of the multidimensional nature and impact of inequality in American society. He raises the question: is there anyone in American society who can deny this great divide? Citing Oxfam's 2016 data, Stiglitz notes that half of the world's wealth is in the hands of one percent of the population, while the remaining 99 percent own the other half. Globally, the divide in wealth and income is increasing. In its 2013 report titled The Many Faces of Inequality, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) highlights income disparity and the concentration of wealth as key drivers of rising inequality. The same pattern of income- and wealth-based inequality is echoed in the World Inequality Report 2022. It is evident that the world's wealth is increasingly accumulating in the hands of giant corporations. Commitments to building an inequality-free world have been made in various international charters. The Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations in 1948, and the 1966 Covenants on Economic, Social and Cultural Rights and on Civil and Political Rights, recognize equal rights for all people. However, although equality is acknowledged on paper, reality is different. Wealth- and income-based inequality is acting as a brake on progress. People's access to and rights over wealth and income are gradually shrinking, and this is affecting other social indicators. Referring to American society, Joseph E. Stiglitz argues that due to wealth and income inequality, poor children are being deprived of their rights to education and health. He further argues that inequality is being treated as a "choice." This inequality has become a guiding principle in state governance. Policymakers speak of equality, but the policy frameworks designed to reduce inequality have proven ineffective. Aristotle believed that the most repugnant form of inequality is treating unequal things as equal. For instance, does the average growth of Gross Domestic Product truly reflect the real conditions of thousands of destitute people? In the 2022–2023 budget speech, the Finance Minister stated that the per capita income of the country's people was 2,765 US dollars. In reality, the income of the majority of people may not have increased at all; in some cases, it may even have declined.

24

নাইট ফ্রাঙ্কের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ধনীদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে বর্তমানে প্রায় ৫.৮ মিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক হওয়া প্রয়োজন। সম্পদ ব্রোকারদের ২০২৪ সালের ওয়েলথ রিপোর্ট অনুসারে, মোনাকোর ধনীদের সম্পদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, যার পরিমাণ প্রায় ১২.৮ মিলিয়ন ডলার। এক বছর আগের তুলনায় তাদের সম্পদ ৩.২% বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোর বাজার কীভাবে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে তুলছে এই অনুসন্ধানগুলোর মাধ্যমে তা উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মোনাকোর মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ২ লাখ ৪০ হাজার ডলার, যা পূর্ব আফ্রিকার বুরুন্ডির চেয়ে ৯০০ গুণ বেশি। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন মহামারির ধাক্কা সবে কাটিয়ে ওঠা বিশ্ব অর্থনীতিকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ও খাদ্যের দাম বেড়ে গেছে। এতে বিশ্বব্যাপী সংকট দেখা দিলেও, ঋণ নেওয়ার খরচ বেড়ে যাওয়ায় দরিদ্র দেশগুলো এসব পণ্য আমদানি করতে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। তবে সবার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এক নয়। ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্স অনুযায়ী, গত বছর বিশ্বের শীর্ষ ৫০০ ধনীর সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলার বেড়েছে।

Translation: A recent study by Knight Frank shows that, at present, owning assets worth about 5.8 million US dollars is required to be included among the top wealthy individuals in the United States, the world's largest economy. According to the Wealth Brokers' 2024 Wealth Report, the amount of wealth held by the rich in Monaco is the highest, standing at about 12.8 million dollars. Their wealth has increased by 3.2 percent compared to a year earlier. These findings reveal how markets in the United States and other Western countries are further widening the gap between rich and poor nations. According to World Bank data, Monaco's per capita Gross Domestic Product (GDP) is 240,000 dollars, which is 900 times higher than that of Burundi in East Africa. Russia's invasion of Ukraine in 2022 further damaged the global economy, which had only just begun to recover from the shock of the pandemic. As a result, global energy and food prices have risen. Although this has created a crisis worldwide, poorer countries are suffering the most in importing these products due to increased borrowing costs. However, the situation is not the same for everyone. According to the Bloomberg Billionaires Index, the combined wealth of the world's top 500 billionaires increased by 1.5 trillion dollars last year.

25

গ্যাস ও খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিবেচনায় দেশের স্থলভাগকে ২২টি এবং সমুদ্র ভাগকে ২৬টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। সমুদ্রের ২৬টির মধ্যে ১১টি ব্লক অগভীর এবং বাকি ১৫টির অবস্থান গভীর সমুদ্রে। এসব স্থানে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের সক্ষমতা নেই বাংলাদেশের। এখন পর্যন্ত সমুদ্রের মাত্র ২টি ব্লকে অনুসন্ধান চালাচ্ছে ভারতীয় ২টি কোম্পানি। চলতি বছর তাদের জরিপের ফল জানা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ভারত ও মিয়ানমার দুটি দেশই বর্তমানে সমুদ্র থেকে তেল-গ্যাস উত্তোলন করছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশেও তা না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সে জন্য সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রণীত খসড়া 'বাংলাদেশ অফশোর মডেল প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্র্যাক্ট (পিএসসি)-২০২৩' অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী মার্চে আহ্বান করা হবে আন্তর্জাতিক দরপত্র। মুষ্টিমেয় কয়েকটি কোম্পানি বা এককভাবে কোনো দেশকে নয়, বরং বড় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কোম্পানিগুলোকে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হবে রোড শো-এর। তবে যে দেশ বা বড় কোম্পানির সঙ্গেই চুক্তি সম্পাদন করা হোক না কেন, তাতে যেন শতভাগ দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকে, তা বজায় রাখতে হবে সর্বোচ্চ বিবেচনায়। এর জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ টিম গঠনের কাজও চলছে। মোটকথা, দরপত্রে অংশগ্রহণ এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক এবং কমপিটিটিভ বিডিং হওয়া চাই।

Translation: Considering the potential for gas and mineral resources, the country's land area has been divided into 22 blocks and its maritime area into 26 blocks. Of the 26 offshore blocks, 11 are located in shallow waters and the remaining 15 lie in deep-sea areas. Bangladesh currently lacks the technical capacity to explore oil and gas in these locations. So far, only two offshore blocks are under exploration by two Indian companies. The results of their surveys may become available within the current year. It is noteworthy that both India and Myanmar are already extracting oil and gas from the sea; therefore, there is no reason why Bangladesh should not also have similar prospects. To facilitate offshore exploration, the draft "Bangladesh Offshore Model Production Sharing Contract (PSC)–2023" has been approved. If all preparations proceed as planned, an international tender will be invited next March. Bangladesh will organize global roadshows to attract large, experienced international companies, rather than limiting participation to a few firms or a single country. However, regardless of which country or corporation is selected, safeguarding Bangladesh's national interest must remain the highest priority. To this end, an expert committee on international tendering is being formed. In essence, participation in the tender process and its final approval must be done through competitive bidding.

Modern World

26

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার (Right to Information) আইন প্রণীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক, জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ২০০৯ সালে বাংলাদেশে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" নামে একটি আইন চালু হয়েছে। এই আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকেন। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আইনে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংস্থাসমূহকে তথ্য সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফলে জনগণের যেকোনো বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি সহজ হয়েছে।

Translation: To ensure the free flow of information and the people's right to information, Right to Information laws are being enacted and implemented in different countries of the world. In the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, freedom of thought, conscience and speech, as well as the right to access information, are recognized as fundamental rights of citizens. As all powers of the Republic belong to the people, the "Right to Information Act, 2009" was enacted in Bangladesh in 2009 to ensure the right to information as a means of empowering the people. Under this Act, every citizen has the right to obtain information from the relevant authorities, and the concerned authority is legally obliged to provide information upon a citizen's request. If the people's right to information is ensured through this Act, transparency and accountability of government bodies, autonomous institutions, statutory organizations, and non-governmental organizations established or operated with government or foreign funding will increase, corruption will be reduced, and good governance will be strengthened. Alongside guaranteeing the people's right to information, this Act also directs institutions to maintain and preserve information properly. As a result, it has become easier for citizens to obtain information on a wide range of matters.

27

লেখক, শিল্পীসহ সৃজনশীল কর্মীদের তাদের নিজেদের সৃষ্টকর্মকে সংরক্ষণ করার অধিকার দেওয়া কপিরাইট আইনের লক্ষ্য। সাধারণভাবে, একটি মুদ্রিত পুস্তকের কপিরাইট ভঙ্গ করে সেটি পুনর্মুদ্রণ করা যথেষ্ট ঝামেলাপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু কম্পিউটারের বেলায় যেকোনো কিছুর 'কপি' বা 'অবিকল প্রতিলিপি' তৈরি করা খুবই সহজ কাজ। এজন্য এমনকি বিশেষজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণে কম্পিউটার সফটওয়্যার, কম্পিউটারে করা সৃজনশীল কর্ম যেমন ছবি, এনিমেশন ইত্যাদির বেলায় কপিরাইট সংরক্ষণ করার জন্য বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হয়। যখনই এরূপ কপিরাইট আইনের আওতায় কোনো কপিরাইট হোল্ডারের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় তখনই কপিরাইট বিঘ্নিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ধরনের ঘটনাকে সাধারণভাবে পাইরেসি বা সফটওয়্যার পাইরেসি নামে অভিহিত করা হয়। কপিরাইট আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, নির্মাতা বা প্রোগ্রামার তাদের কম্পিউটার সফটওয়্যারের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করতে পারেন। ফলে, তাদের অনুমতি ব্যতীত ওই সফটওয়্যারের প্রতিলিপি করা বা সেটির পরিমার্জন করে নতুন কিছু তৈরি করা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়ে যায়। ফলে, কপি বা নতুন সৃষ্টির আইনগত ভিত্তি আর থাকে না। কম্পিউটার সফটওয়্যারের পাইরেসি সোজা হলেও বিশ্বব্যাপী পাইরেসির প্রকোপ খুব বেশি একথা বলা যায় না। বড় বড় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো তাদের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও বিশ্বব্যাপী পাইরেসি নজরদারি করার জন্য বিজনেস সফটওয়্যার এলায়েন্স নামে একটি সংস্থা তৈরি করেছে। সংস্থাটির ২০১১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনই পাইরেসি-মুক্ত। যেহেতু সফটওয়্যার পাইরেসি খুবই সহজ, তাই এর হিসাব করাটা কঠিনই বটে। বাংলাদেশেও সফটওয়্যার পাইরেসি নিষিদ্ধ।

Translation: The objective of copyright law is to ensure that writers, artists, and other creative workers have the right to secure and protect their own creations. Generally, reprinting a printed book by violating its copyright is quite troublesome and expensive. However, in the case of computers, making a "copy" or an exact replica of anything is extremely easy, and it does not even require technical expertise. For this reason, additional measures are needed to protect copyright in the case of computer software and computer-based creative works such as images and animations. Whenever a copyright holder's rights are infringed, it is considered a breach of copyright. This kind of violation is commonly known as piracy or software piracy. Under copyright law, the concerned entrepreneur, creator, or programmer can protect the intellectual property of their computer software. As a result, copying that software or modifying it to create something new without permission becomes illegal. Consequently, such copied or newly created material loses any legal basis. Despite how easy software piracy is, it cannot be said that it is widespread worldwide. Major software companies have formed an organization called the Business Software Alliance to protect their intellectual property and monitor piracy across the globe. According to the organization's 2011 report, about 70 percent of personal computer users are free from piracy. Since software piracy is very easy to commit, obtaining accurate statistics is difficult. Software piracy is also prohibited in Bangladesh.

28

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জানান দিচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেট অব থিংসের অগ্রগতির দ্বারা চালিত বিশ্ব অর্থনীতির চলমান রূপান্তরকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বলা হয়। মানুষের সবচেয়ে বেশি শক্তির স্থান চিন্তা ও কল্পনা করার সক্ষমতা, কায়িক শ্রম নয়। বিশ্বায়নের এই যুগে প্রযুক্তির সহায়তা পেয়ে মানুষের চিন্তা ও কল্পনার জায়গা অনেকটাই সরল ও সংকীর্ণ হয়েছে। এটা ঠিক যে, অনিবার্যভাবে এটি আমাদের ভবিষ্যৎ পাল্টে দেবে। যে কারণে এটি যুগপৎ বিস্ময় ও ভীতি তৈরি করছে। অতীতে যন্ত্র মূলত মানুষের শ্রমকে প্রতিস্থাপন করত। ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটারের মাধ্যমে গণনা করা যায় ঠিক, কিন্তু চিন্তা করে মানুষই। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শক্তি ও চিন্তা এ দুই জায়গায় মানুষকে সরাসরি প্রতিস্থাপন করবে। তবে এখন পর্যন্ত আসা প্রযুক্তি অনেক কাজকে অপ্রয়োজনীয় করে দিলেও নতুনভাবে আবার কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছে। লন্ডনভিত্তিক ডিজিটাল আর্টিস্ট অ্যানা রিডলার বলেন, এআইয়ের অক্ষমতা কোন্ কোন্ জায়গায় রয়েছে। এআই কনসেপ্ট বা ধারণা ব্যবহার করতে পারে না। সময়, স্মৃতি, চিন্তা, আবেগ এসবের মিশ্রণ মানুষের অনন্য দক্ষতা যা এআইয়ের কাজ থেকে তাদের কাজকে আলাদা করে। নিছক দেখতে সুন্দর এমন কিছু নয়, মানুষের এসব বৈশিষ্ট্য সত্যিকারের 'চিত্রশিল্প' তৈরি করে। অ্যানা এবং আরেক ডিজিটাল আর্টিস্ট ম্যাট ড্রাইহার্স্ট মনে করেন, এআইয়ের 'শিল্পী প্রতিস্থাপন'-এর ধারণা মানুষের শৈল্পিক প্রক্রিয়াকে অবমাননা করে। মেশিন লার্নিংয়ের কারণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্র চারপাশের পরিবেশ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিখতে পারে।

Translation: Artificial intelligence is signaling cultural change through the Fourth Industrial Revolution. The ongoing transformation of the global economy driven by the advancement of digital technology, artificial intelligence, and the Internet of Things is known as the Fourth Industrial Revolution. The greatest strength of human beings lies in their ability to think and imagine, not in physical labor. In this age of globalization, with the support of technology, the scope of human thinking and imagination has become much simpler and narrower. It is true that this will inevitably change our future. For this reason, it is simultaneously creating wonder and fear. In the past, machines mainly replaced human physical labor. Calculations can be performed through calculators and computers, but thinking is done by humans. However, artificial intelligence will directly replace humans in both strength and thinking. Nevertheless, the technology that has emerged so far has made many jobs unnecessary, but at the same time has created new employment opportunities. London-based digital artist Anna Ridler explains where the limitations of AI lie. AI cannot use concepts or ideas. The combination of time, memory, thought, and emotion is a unique human capability that distinguishes human work from that of AI. These qualities of human beings, rather than merely producing something visually attractive, create true "art." Anna and another digital artist, Matt Dryhurst, believe that the idea of "AI replacing artists" undermines the human artistic process. Through machine learning, artificial intelligence systems can automatically learn from their surrounding environment.

29

পাশ্চাত্য দেশগুলো ইতোমধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়েছে। স্মার্ট প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। আমরা আমাদের তরুণ-তরুণীদের সেভাবে প্রস্তুত করতে পারছি কি না সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের বয়স কাঠামো তথা তরুণ-তরুণীদের ভালো একটি হার আমাদের। যেখানে সম্পদগুলো তাদেরকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্যতর করে তোলার কথা, সেখানে সেই তরুণ-তরুণীর একটি অংশ সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এভাবে অরক্ষিত তরুণ-তরুণীদের নিয়ে আমরা নতুন সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুধু ব্যর্থ হব না, নতুন প্রজন্মকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দিচ্ছি। গোটা বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, অঞ্চল ও দেশের ভৌগোলিক সীমানা সংকুচিত হয়ে পৃথিবী গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। যোগাযোগের বিস্ময়কর উন্নয়ন, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তি বিপ্লব, উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিশ্বে যে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এটিই বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় আইনের শাসন, মানবাধিকার, সমতা, আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম-কানুন, গণতন্ত্র প্রভৃতির ধারণা ও প্রয়োগ বিভিন্ন দেশ এবং সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মননকে বিশ্বায়ন প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। বিশ্বায়ন অভিযানের নেতৃত্বদানকারী দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশের শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ, পরিবেশ-প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার হেফাজত, স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রভৃতি বিষয়ে নজরদারি করে থাকে আর্থিক সহায়তা, কারিগরি সাহায্য ও বিশেষজ্ঞ সরবরাহের মাধ্যমে।

Translation: Western countries have already restructured their education systems to face the challenges of the Fourth Industrial Revolution. Research on smart technology is underway. The question remains whether we are preparing our young people in a similar manner. Bangladesh has a favorable age structure with a significant proportion of youth. While resources should be used to make them capable of facing the challenges of the Fourth Industrial Revolution, a portion of these young people has instead become a burden on society. With such vulnerable youth, we are not only failing to meet the challenges of the new era but also pushing the next generation toward an uncertain future. The whole world is now within our grasp. Due to economic development, communication, and advancements in information technology, the geographical boundaries of different nations, communities, regions, and countries have shrunk, transforming the world into a global village. Globalization refers to the new changed situation that has emerged in the world due to remarkable progress in communication, new economic systems, technological revolution, open market economy, and international trade. In the new global order, the ideas and practices of the rule of law, human rights, equality, principles of international law, and democracy have exerted widespread influence across different countries and societies. Globalization has strongly influenced human thought, consciousness, and intellectual outlook. The countries leading the globalization process monitor issues such as the protection of workers' rights in developing countries, environmental balance, preservation of state sovereignty, and healthcare through financial support, technical assistance, and expert deployment.

30

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব একুশ শতকের অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা যা ইতোমধ্যে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে ব্যাপক রূপান্তর সংঘটিত করেছে। অভূতপূর্ব গতি ও মাত্রায় ইন্টারনেট, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে এই শিল্পবিপ্লব সমাজ, অর্থনীতি ও শিল্পক্ষেত্র পুনর্নির্মাণ করছে। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিক্ষার মাধ্যমে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে পদার্পণ ও টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। পৃথিবী এখন পূর্বের যে কোনো সময় অপেক্ষা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে লব্ধ শিক্ষাও কয়েকবছর পর প্রায়োগিকভাবে অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। পুরাতন দক্ষতা বর্তমানে অনুপযুক্ত। আবার আজকের দক্ষতাও ভবিষ্যতের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ফলে শিক্ষা, শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠক্রমে পরিবর্তন তথা যুগোপযোগী করা আবশ্যক এবং যা অব্যাহত চ্যালেঞ্জ। এমতাবস্থায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অন্যান্য খাত অপেক্ষা শিক্ষার চ্যালেঞ্জও কঠিনতর। কারণ, সময়োপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিককে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত রাখতে হয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে খাপ-খাওয়াতে জীবনব্যাপী শিক্ষার মাধ্যমে যে কোনো সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকার নিমিত্তে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা অপরিহার্য। তাই সমসাময়িক বিশ্বে সকল স্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার বিকল্প নেই।

Translation: The Fourth Industrial Revolution is one of the most transformative events of the twenty-first century, which has already brought about extensive transformation at the global level. Through the Internet, digital technology, and artificial intelligence, this industrial revolution is restructuring society, economy, and industry at an unprecedented speed and scale. In this rapidly changing world, the role of education is extremely important because only through education can the skills necessary to enter and remain competitive in the era of the Fourth Industrial Revolution be acquired. The world is now changing faster than at any previous time. As a result, education obtained at a particular moment becomes less applicable in practice within a few years. Traditional skills have become inadequate, and even today's skills are gradually becoming unsuitable for the future. Therefore, education, teaching methods, and curricula must be updated and made fit for the times, which remains a continuous challenge. In such a situation, a modern and up-to-date education system has become indispensable. The challenge in education is even more difficult than in other sectors because citizens must be prepared for both the present and the future through appropriate education. To adapt to a rapidly changing society and to remain prepared at all times, comprehensive education based on lifelong learning is essential. Hence, in the contemporary world, there is no alternative to science-based and time-appropriate education at all levels.